সংখ্যাগরিষ্ঠরা মিথ্যুক নাকি শেখ হাসিনা?

জোট সরকারের উচিত সার্ক ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন হতে বেড়িয়ে আসা

বিএনপি নির্বাচনে গেলে ১০ টির বেশী আসন পাবে না এটাই ছিল আওয়ামিলীগ নেত্রী শেখ হাসিনার ১৯৯১ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ব কথা। এ নিয়ে দেশব্যাপী প্রচন্ড সমালোচনা হলেও আওয়ামিলীগার ও তাবেদারজীবিরা মোটেও মানতে রাজি হয়নি যে বিএনপি, জাপা ও জামাতের প্রচুর ভোটার রয়েছে যা তাদের সমর্থকদের তুলনায় অনেক বেশী। ঐ বৎসর ২৭ শে ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে বিএনপি ১৩৮ আসনে জিতলে শেখ হাসিনা এটাকে সুক্ষ কারচুপি বলে অভিহিত করে ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তারপর যেই ১৮ আসন বিশিষ্ট জামাত বিএনপি কে সরকার গঠনে সমর্থন দিলে আলীগ নেত্রী আন্দোলনের হুমকি দেন। তারপর বেশ কয়েকদিন তার পাগলের মতন কারবার চলে উমুক-তুমুক তথা পাকিস্তান ও মার্কিনি সিআইএ তাদের কে পরাজিত করেছে ইত্যাদি। কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী তো বটেই বরং আলীগের সমর্থকদের থেকে সামান্যতম সাড়া পাওয়া গেল না। পরবর্তীতে অবস্হা বেগতিক দেখে হাসিনা বলেন আমরা ফলাফল মেনে সংসদে গেলেও বিএনপি কে একদিনের জন্যেও শান্তিতে থাকতে দিব না। ১৯৯১-৯৬ দেশবাসী দেখল ভারতীয় ও তার “র” এর মদদে ঘাদানিক তৈরী করে দেশব্যাপী গন্ডগোল ও অকারণে ঘন ঘন হরতাল নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে দেশ কে অস্হিতিশীল করে তুলেছিল। কিন্তু শেষমেষ যেখানে জাপা ও জামাত উভয়েই দ্বাবী করল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাবস্হা প্রবর্তন(যা বর্তমানের সংবিধানে প্রচলিত) তো তখন বিএনপি সত্যিকার অর্থেই একলা হয়ে যায়। বেশ কয়েকজন একগুয়েমী নেতার জন্য বিএনপি প্রাথমিকভাবে সংসদে সকল বিরোধীদলীয় দ্বাবী না মেনে নিয়ে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর একতরফা নির্বাচন করে টিকতে তো পারলই না বরং ১৯৯৬ সালের ১২ ই জুন আলীগের কাছে হেরে যায়। তবুও বিএনপি ১১৬ টি সিট পায়। আর আলীগ ১৪৬ টি আসন পেয়ে জাপার সমর্থনে সরকার গঠন করে। এতেই প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশী জাতীয়াবাদী ও ইসলামি মূল্যবোধের দলের সমর্থন ছাড়া তথাকথিত বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা বৈধভাবে কোনদিন আর বাংলাদেশের ক্ষমতার মনসদে যেতে পারবে না।

১৯৯৬ সালে বাঙালী কালচারের নামে ভারতীয় পৌত্তলিক ভাবধারা, ফারাক্কা-শান্তিবাহিনীর ব্যাপারে অসম দেশ বিরোধী চুক্তি, ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে সীমাহীন দূর্নীতি লুটপাট-অনিয়ম এবং বিএনপি সহ সমমনা ইসলামী দলগুলির উপর আওয়ামি-বাকশালী-মুজিববাদী গুন্ডা-সন্ত্রাসীরা হত্যা-গুম, নির্যাতন, মিথ্যা মামলা ও পুলিশ-আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণে জামাত তো বটেই জাপা পর্যন্ত প্রমাদ গুনল। সে জন্যেই তো এরশাদ সাহেব বললেন শেখ হাসিনার আলীগ কে ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন সমর্থন করাটা তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। তবে এরফলে একটা ভাল হয়েছে নতুন প্রজন্ম তো বটেই পুরনোরাও আলীগ কে পুনরায় চিনে নিল। সে কারণেই ১৯৯৮ সালে সমমনা বিএনপি-জাপা তো বটেই এবং জামাত সহ অন্যান্য ইসলামী দলগুলো চিন্তা করল যে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের জনগণ প্রদত্ত ভোট যদি ঠিক থাকে তবে যদি তাকে একখানে করা যায় তো জোটবদ্ধ ভাবে ২৬৯ টি আসন পাওয়া যাবে। প্রথম প্রথম আলীগ সরকার তথা শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রী এবং অন্যান্য হোমড়া-চোমড়া নেতারা অস্বীকার করলেও তার তাবেদারজীবিরা বিষয়টির গুরূত্ব ঠিকই আঁচ করতে পারে। ফলে আস্তে আস্তে আওয়ামি বুদ্ধিজীবিরা শেখ হাসিনা ও অন্যান্য আলীগ নেতাদের কে বোঝাতে সক্ষম হন যে যেভাবেই হৌক সরকার বিরোধীদের কে জোট গঠন করতে দেওয়া যাবে না। আর ১৯৯৫ সালে জামাত আলীগ-জাপার সাথে একযোগে পদত্যাগ করলে শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯২ সালের তথাকথিত গণ আদালতের রায় আরকি গোলাম আযমের ফাঁসী সহ অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীদের(বেশীর ভাগই জামাতে ইসলামী) বিচাররের কোন

পদক্ষেপ নেয় নি। যখন ১৯৯৮ সালের শেষ নাগাৎ চারদলীয় জোট গঠিত হয় তখন থেকেই উগ্র-মৌলবাদী চক্র, বঙ্গবন্ধুর খুনী রক্ষাকারী, নব্য পাকিস্তান বাদী ইত্যাদি নানা অপবাদ আওয়ামিলীগাররা জোট কে দিতে থাকে। ব্যাস এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ সালের ৭ই মার্চ যশোরে উদিচীর অনুষ্ঠানে প্রথম বারের মত আরডিএক্স বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তাতে ৯-১১ জন লোক নিহত ও শতাধিক আহত হয়। এরপর গোপালগঞ্জের গির্জায় ও কোটালী পাড়ায় পুলিশ-বিডিআর-এসএসএফ-গোয়েন্দা সংস্হার চোখ ফাঁকি দিয়ে পেতে রাখা ৭৬ কেজি ওজনের বোমা এক চা-দোকানীর তথ্যে উদ্ধার, ২০০১ এর পল্টন ময়দানে সিপিবির জনসভায় বোমা হামলা, একই বছর রমনা বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে ও শামীম ওসমানের নারায়ানগঞ্জের কার্য্যালয়ে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বাগেরহাটের মোরলগঞ্জে শেখ হেলালের সভায় বোমা হামলা ঘটে। উক্ত উদিচীর অনুষ্ঠানের বোম হামলা থেকেই আওয়ামিলীগাররা বলছে এ হামলা স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তির উপর বিএনপি-জামাত জোটের হামলা এবং কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই বিএনপির তরিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে হাইকোর্টের আদেশে তাকে মুক্তি ও মামলা হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। লক্ষণীয় যে যেখানে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের ভোটে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী পন্হীদের সম্মিলিত ভোট ৬২% সেখানে কেন চারদলীয় জোট এহেন বোমা হামলা ঘটাবে? আসল সত্য হল আলীগ নিজেই ভোটে পরাজিত হওয়ার ভয়ে আত্মঘাতী পদক্ষেপ ভারতীয় “র“ এর সহায়তা নিতে বাঁধ্য হয়। কারণ ১৯৯৬ সালের ১২ ই জুন বিএনপি পরাজিত হলেও নিশ্চয়ই সকল প্রাপ্ত ভোট মিথ্যা নয়। কিন্তু চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী। যেখানে ১৯৯১ সালে হেরে আলীগ ঘোষণা দেয় যে তারা বিএনপি কে একদিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে দিবে না সেখানে কি আলীগ যখন ক্ষমতায় তখন কি তারা জোট কে সুখে শান্তিতে রাজনৈতিক কর্মকান্ড করতে দিবে? আর উদিচী ও রমনা বটমূলের বোমা হামলায় দুজায়গাতেই উপস্হিত ছিলেন হাসান ইমাম যে কিনা উদিচীর অনুষ্ঠানের মঞ্চে সেল ফোনের কলের নির্দেশে নীচে নেমে যান এবং তার মিনিট খানেক পরই বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এখানে প্রশ্ন যদি বিএনপি জোট হাসিনাকেই মারতে চায় তো সেখানে হাসান ইমাম কে ফোনে সতর্কমূলক নির্দেশ দিয়ে তাকে রক্ষা করবে? আর শামীম ওসমানের সুরক্ষিত কার্য্যালয় যেখানে বিগত প্রায় ৫ বছর জামাত তো দুর বরং বিএনপির কোন রাজনৈতিক কার্যক্রম ছিল না সেখানে কিভাবে বোমা ঢুকল তা শামীম ওসমান ও তার সঙ্গোপাঙ্গ(প্রহরীদের) জানার কথা। এ সকল প্রহরী নিশ্চয়ই কোন অপরিচিত তথা শামীম ওসমান ও আলীগের লোক ছাড়া বা শা ওসমানের নির্দেশ ছাড়া অন্য কাউকে জিনিস পত্র নিয়ে তো দুর এমনিতেই প্রবেশ করতে দিবে না সেখানে আরডিএক্স বোমা কিভাবে ঢুকে। যদিও শামীম ওসমান হয়ত তো বা দোষী নন কিন্ত তিনি ভাল করেই জানেন যে কারা এই বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে কারণ দেশবাসী অত্ত বোকা নয় যে সে উঠে এল আর সাথে সাথেই ২২ জন লোক বোমা বিস্ফোরণে নিহত হল। তাকে ইশারায় উঠে আসতে যে বলেছিল সেই বা তার সাথের কেউই এই বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। সবচেয়ে রহস্যের বিষয় যদি হাসান ইমাম ও শামীম ওসমান নিদোর্ষ হন তো তারা ২-৩ অক্টোবর ২০০১ এ ভাগলেন কেন? এর কোন যৌক্তিক উত্তর আওয়ামিলীগাররা দিতে পারে নাই। ১৯৯৬ সালে আলীগ ক্ষমতায় আসলে বাংলাদেশের এক জায়গায়(নাম মনে নেই) একটি বিদ্যুতের টাওয়ার ধ্বসে পড়লে সাথে সাথে শেখ হাসিনার নির্দেশে কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই মান্নান ভূইয়া, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র ও আর একজন কে পুলিশ গ্রেফতার করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ঢোকায়। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশে তারা সসম্মানে মুক্তি তো পায়ই এবং তাদের প্রত্যেক কে এক লাখ টাকা করে প্রদানের নির্দেশ দেয়। পরবর্তীতে হাসিনার সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পায়ই নি কারণ প্রকৃত পক্ষে বিএনপির কেউই এ ঘটনা আদৌ ঘটায় নি। বস্তুত তখন থেকেই বাংলাদেশের ৬০-৬২% মানুষ ও আলীগের বিবেকবান সমর্থকদের কাছে প্রকাশ্য দিবালোকের মতন সত্য হয়ে যায় যে শেখ হাসিনা শয়তানী তথা ইবলিশী ফন্দি ফিকিরে, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রে দারূণ ওস্তাদ। এমন কি ২০০১ সালের ২০ শে জানুয়ারী সিপিবির জনসভায় বোমা হামলাকে শেখ হাসিনার সরকার ও আগ বাড়িয়ে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার ইসলামী মৌলবাদীদের কর্মকান্ড বলে চালানোর চেষ্টা করলেও জনাব মঞ্জুরূল আহসান খান ও

মুজাহিদ ইসলাম সেলিম ব্যাপারটিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন এবং বলেন আমরা এখনও বলিনি যে কে করেছে এবং কোন মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন আদৌ জড়িত নয়। ঘটনার প্রতিবাদে ডাকা হরতালের দিন জনাব সেলিমের হরতাল মিছিলে বোমা হামলার অন্যতম পরিকল্পনাকারী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া সেলিম সাহেব কে প্রকাশ্য রাজপথে লাঞ্চিত করেন। আজ অবধি কোনদিন আর জনাব খান বা সেলিম সাহেব কে বলতে শুনিনি বা তারা অভিযোগ করেন নি যে তাদের জনসভায় বোমা হামলা জোট বা অন্যকোন ইসলামী সংগঠন চালিয়েছে। বস্তুত চারদলীয় জোট গঠিত হওয়ার পর থেকেই হাসিনা বহু চেষ্টা করেও সিপিবি কে তার দলের সাথে জোট গঠনে ব্যার্থ হয়েছেন এবং এখনও হচেছন। এ কারণেই আওয়ামিলীগাররা সিপিবি কে চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের জনসভায় বোমা হামলা করে। কিন্তু বিধিবাম আওয়ামিলীগাররা বাংলাদেশ ও তার জনগণ কে পৈতৃক সম্পত্তি মনে করলেও দেশের ৬২% জনগণ ঠিকই বুঝে যে সিপিবির সারা বাংলাদেশে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার সামর্থ্য নাই এবং যাও দেয় সবারই জামানত বাজায়াপ্ত হয় তাকে চারদলীয় জোট কোন দুঃখে বোমা মারতে যাবে। কিন্তু শেষমেষ হাসিনা এরশাদ কে জেলে পুড়ে জোট থেকে ভাগিয়ে আনতে সমর্থ হন। এই ঘটনা উক্ত আলীগের অন্ধ ভক্ত যে কিনা ১৫ই আগষ্ট ও কারবালার ঘটনা কে এক করে ফেলে তার মতন আওয়ামিলীগাররা ছাড়া বাংলাদেশের ৯৯% মানুষ বুঝে যে শেখ হাসিনা তার ইবলিশী বুদ্ধির বলে এরশাদ কে জোট হতে আলাদা করেছেন। তাদের প্রতি আহবান হয় স্বীকার করুন ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠ নতুবা ১২ই জুন ১৯৯৬ সালের নির্বাচন শালসা।

২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হয়ে আওয়ামিলীগার-তাবেদারজীবিরা ও তার সমর্থক পত্রপত্রিকা(জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, আজকের কাগজ) সমূহ জোট সরকারের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে সংখ্যালুঘু(বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়) নির্যাতনের অভিযোগ তুলে। আর ভারতীয় "র" এর স্পেশাল এদেশীয় এজেন্ট শাহরিয়ার কবির ভারতের পশ্চিম বঙ্গে যেয়ে মিথ্যা হিন্দু নির্যাতন নাটক সিডিতে রেকর্ড করে আনলে বিমান বন্দরে তা সহ সে ধরা পড়ে। যদি সত্যিই বাংলাদেশে গণহারে ব্যাপক হিন্দু নির্যাতন হয়ে থাকে তো কোলকাতায় যেয়ে কেন এই নাটক তৈরি করা হল? যেখানে ১৯৯৬-২০০১ সালে(হাসিনা ক্ষমতা থাকা কালীন) জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজিববাদী ছাত্রলীগের ধর্ষক গ্রুপ শ্লোগান দেয়;

অ্যাকশন অ্যাকশন
ডাইরেক্ট ধর্ষণ,
জয় বাংলা,
জয় ধর্ষণের সেঞ্চুরী।

যা কিনা বাংলাদেশের তামাম দৈনিক ও অন্যান্য পত্র পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয় সেখানে মুষ্টিমেয় আওয়ামি পন্হী দৈনিকগুলো প্রচুর সংখ্যালুঘু নারী নির্যাতনের মিথ্যা বানোয়াট ও হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত রিপোর্ট ছাপে। ২০০২ সালে ময়মনসিংহ এ চারটি হলে একযোগে আরডিএক্স বোমা হামলা ঘটে। ঐ ঘটনা ঘটার আগেই সাবের হোসেন চৌধুরী রয়টারের এক বাংলাদেশী সংবাদদাতা কে আগাম বলেন যে দেশে কিছু ঘটতে যাচ্ছে এবং ঘটার পর তিনি এটাকে জামাতের সহায়তায় আল-কায়েদার হামলা বলে সারা বিশ্বে রটিয়ে দেওয়ার জন্য বলেন। অথচ আজ অবধি কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই যে আল-কায়েদা তা করেছে ঠিক যেমনি হাসিনার আমলে কবি শামসুর রহমানের বাসায় ওসামা-বিন-লাদেন গ্রুপের হামলার নাটক মঞ্চস্হ করা হয়(যা নাকি স্বয়ং লাদেন নির্দেশ দেন)। কিন্তু আওয়ামিলীগার ও তার তাবেদারজীবিরা যত্তই প্রোপাগান্ডা করুক না কেন দেশবাসী ঠিকই বুঝতে পারে যে ওসামা বিন লাদেনের খেয়ে দেয় কাজ নাই যে কবি শামসুর রহমানের মতন চুনোপুটিকে হত্যার

নির্দেশ দিবে। আর দেশবাসী আরও নিশ্চিত যে লাদেন আদৌ কবি কে চিনে না। গাঁজাখূরী গল্পেরও একটা যুক্তি ও সীমা আছে। কিন্তু আওয়ামিলীগাররা আদৌ কোন যুক্তির ধার ধারে না। যদিও জোট সরকার ভালভাবেই জানে যে আলীগের গুটি কয়েক নেতা শেখ হাসিনা সহ ভারত সরকার ও তার "র" জড়িত কিন্তু স্রেফ শক্ত প্রমাণ ছাড়া কিভাবে ধরা যায়? কারণ আলীগ দেশের একটা অন্যতম বৃহৎ শক্তি এবং ভারত বাংলাদেশের উপর বড় প্রভাবশালী প্রতিবেশী দেশ। তারা চাইলে কোন প্রমাণ না রেখেই বহু স্যাবোটাজ মূলক কাজ করতে পারে কিন্তু চোরের দশদিন আর গৃহস্হের একদিন। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেই যে জামাত প্রয়াত হুমায়ুন আজাদের উপর হামলা চালিয়েছিল তো সেটা প্রমাণ করার জন্য কি কোন শক্ত প্রমাণ আছে কারণ হামলকারীদের ধরা যায়নি। অথচ গত বছর ২০০৪ আগষ্টে জার্মানির মিউনিখ শহড়ে (বৃহস্পতিবার ছিল) নিজ এপার্টমেন্টে হার্ট এ্যাটাকে হুমায়ুন আজাদ মারা গেলে পরদিন শুক্রবার খবর বাংলাদেশে জানামাত্র মুজিববাদী ছাত্রলীগ ঢাবি ক্যাম্পাসে প্রোপাগান্ডা করে যে জামাতীরা মিউনিখে হুমায়ুন আজাদ কে গুলি করে খুন করেছে এবং কয়েকটি জায়গায় যথারীতি গাড়ি ভাঙচুর হয়। শুধূ তাই নয় আওয়ামিলীগার বিশেষ করে তোফায়েল, জলিল তাবেদারজীবি কবির চৌধুরীরা শিয়াল কুকুরের মতন শোরগোল তুলেন যে আমরা এটাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মেনে নিতে পারছি না এবং জাতিসংঘ বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা অন্যকোন আন্তজার্তিক তদন্তের দ্বাবী করছি। আশ্চর্য্যজনক হলেও সত্য সদূর মিউনিখ শহড়ে হুমায়ুন আজাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হলে আলীগ, তাবেদারজীবি এবং ১৪ দলীয় জোটের শরীক কমিউনিষ্টরা তারস্বরে চেচামেচি করে যে হুমায়ুন আজাদ কে জামাতীরা জার্মান সরকারের সহায়তায় হত্যা করেছে। পাঠকগণ বিবেচনা করুন একজন কট্টর আওয়ামিলীগার লেখক আপনাদের কে বুকে হাত দিয়ে প্রশ্ন করেছে(আমি অন্তত এ ক্ষেত্রে কোন কসম খেতে বলব না) যদি আবারও আমি তর্কের খাতিরে মেনে নেই আজাদ কে ২০০৪ এর ফেব্রুয়ারীতে জামাত হামলাকারী ও বিএনপি সহায়তাকারী তো সেক্ষেত্রে জার্মানীর মতন সুসভ্য, সু শৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামিলীগর-তাবেদারজীবিদের অমন জঘন্য অভিযোগের মতলব টা কি? কিন্তু তারা সীমাহীন গাঁজাখুরীর গপ্পর দ্বারা বর্তমান বিশ্বের উন্নত উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করলে একটা সত্যই দেশবাসীর নিকট বেড়িয়ে আসে যে আসলে জামাতের বিরুদ্ধে হুমায়ুন আজাদ কে যখম ও পরবর্তীতে খুন করার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আসলে ১৯৯১ এর চেয়ে আওয়ামিলীগাররা ২০০১ সাল হতেই আরো বেশী ভয়ঙ্কর কারণ তারা ভালভাবেই জানে যে জোট থাকলে আর তাদের ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়া লাগবে না। কারণ তারা কখনই ৪০% এর বেশী ভোট পাবে না। যেখানে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী দলেরা সম্মিলিত ভাবে ৬০-৬২% ভোট সেখানে কোন দুঃখে জোট সরকার মাজার, ওরস ও তথাকথিত স্বাধীনতা পক্ষের দ্বাবীদার ভারতীয় দালাল ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বাবীদারদের বিরুদ্ধে বোমা হামলা চালাবে? জোট সরকারের একটাই দূর্বলতা যে তারা "র" বা ভারত কে সরাসরি দ্বায়ী করতে পারে না যদিও তা আলীগ কে করে। অন্ধ বা আওয়ামিলীগাররা যত্তই ছাগলের তিন নম্বর বাচচার মতন লাফালাফি করুক না কেন তারা ভালভাবেই উপলদ্ধি করে যে জোট কে না ভাঙলে বা দেশে অরাজক পরিস্হিতি সৃষ্টি না করলে তারা আর কোনদিন ক্ষমতায় যেতে পারবে না। ৪০% ভোটার ও ৫৮ সিটের জোড়ে তারা ৬০-৬২%(জাপাও আলীগ ফর্মূলায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার চায় না) ২৪২ সিটের বিরুদ্ধে জোড় পূর্বক আরকি কোমড় দিয়ে পর্বত ঠেলার মতন করে তাদের মন মতন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কারের দ্বাবী চাপিয়ে দিতে চায়। উড়ে এসে জুড়ে বসা বা মামা বাড়ির আব্দার যে ভাবখানা এমন যে তাদের ৪০% এর সাথে অপর ৬০% ই তাদের পক্ষে যোগ দিয়েছে। যখন নিজেরা(আওয়ামিলীগাররা ও ভারতীয় "র") ৮/২১ এর গ্রেনেড হামলার নাটক মঞ্চায়ন করেই তারা দ্বাবী করল সরকার দ্বায়ী এবং পদত্যাগ করতে হবে। কিন্তু তাদের এ চক্রান্ত দেশবাসী ঠিকই ধরে ফেলেছে যে তারা দেশে অস্হিতিশীল পরিবেশ তুলে ফায়দা হাসিলের কুমতলব এটেছে ঠিক যেমন শেখ হাসিনা ৪/৩০ এর ডেডলাইন দিয়েছিল। আ উ মাষ্টার হত্যাকান্ড একটি বিচছন্ন ব্যাপার যা কিনা তিনি স্হানীয় ভাবে জাপা ও বিএনপির ষড়যন্ত্রের শিকার এবং এতে জোট সরকারের হাইকমান্ডের কোন সংশ্লিষ্টতা নাই(কারণ নিম্ন আদালতের

রায়ে পুত্র রাসেল এমপি ও তার পরিবার সন্তুষ্ট যদিও শেখ হাসিনা নন)। ঠিক ডেড লাইনের ষড়যন্তের মতই ৮/২১ ঘটনার উছিলা বা ছুতোয় আলীগের জোট সরকারের পতন ঘটানোর অপকৌশল সম্পূর্ণ রূপে ভেস্তে যায়। কারণ দেশের জনগণই আওয়ামিলীগারদের ফায়দা লুটার চেষ্টা ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে। শুধু কি তাই গতবছর ২০০৪ সেপ্টেম্বরে প্রবল বর্ষণের কারণে আলীগ মিটিং মিছিল পর্যন্ত তেমন করতে পারেনি যার কারণে জনাব জলিল আক্ষেপ করে বলেন বৃষ্টি আসারও সময় পেল না যে তাদের সরকার পতন আন্দোলন নসাৎ হল। আসলে বৃষ্টি তাদের আন্দোলন নসাৎ করেনি বরং ঐ মহান আল্লাহ্ তাদের আন্দোলনের মুখোশে ষড়যন্ত্র কে ব্যার্থ করে দিয়েছেন। বর্তমান আলীগ হল শিরকী ও কুফরী শক্তি ও তাদের সমর্থক এবং যাও মুসলিম রীতিনীতি মেনে চলে সম্পূর্ণ লোক দেখানো(ঠিক ১২ ই জুন ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা করেছিলেন)। আর কিবরিয়া সাহেব কে বিএনপির কাইয়ুম ও তার বাহিনী গ্রেনেড মেরে হত্যা করলেও এখানেও আসল হোতা ভারতীয় "র" এবং কিবরিয়া কে অসময়ে জোড় করে শেখ হাসিনাই নির্দেশ দিয়ে বৈদ্যরবাজার স্কুলে পাঠিয়ে ছিলেন সমাবেশ করতে। কারণ গ্রেনেড সংগ্রহ ও নিক্ষেপকারীর আশ্রয় উভয়রেই উৎস ও গন্তব্য ভারত। কিবরিয়া সাহেব নিহত হওয়ার ঘটনায় টানা তিনদিন হরতাল আহবান করলেও তা সুপার ফ্লপ করে। আর এ দিকে কিবরিয়া সাহেবের পুত্র কন্যার উদ্ভট দ্বাবী যে একবার বলে হারিস চৌধূরী আবার সাইফুর রহমান এবং পাবনার লোক হয়েও নিজামী তাদের পিতার হত্যাকারী। জন কেরীই হৌক আর বুশ সাহেবই হন তাদের কারো নিদের্শেই কাইয়ুম কে ধরা হত না যদি বিএনপি বা জোট সরকার প্রকৃত অপরাধী হত। এ ক্ষেত্রে জোট সরকার কাইয়ুম কে দেশ হতে ভাগিয়ে দিত এবং তাকে সন্দেহ করার বিন্দু মাত্র ক্লু থাকত না। যদি ব্যাবসায়ী শিপু হত্যার প্রধান আসমী তৎকালীন ঢাকা-১১ এর এমপি কামাল মজুমদারের পুত্র জুয়েল কে আলীগ বিদেশে ভাগিয়ে দেয়, লক্ষীপুরের বিএনপি এডভোকেট হত্যা মামলার আসামীগণ প্রকাশ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নাসিমের সাথে জনসভা করে এবং সর্বপরি প্রকাশ্য রাজপথে ২/১৩, ২০০১ এ মন্ত্রী মায়া ও এমপি ডাঃ ইকবালের উপস্হিতিতে বিএনপির মিছিলে বৃষ্টির মতন গুলি বর্ষন করে পুলিশ সহ ৫ জনকে হত্যা করে যা দৈনিক সংবাদ ছাড়া বাংলাদেশের তামাম দৈনিক সহ সারা বিশ্ববাসী জেনে যায়। তো যেখানে প্রকাশ্যে রাজপথে বিএনপির লোকজন হত্যা করে আওয়ামিলীগাররা পার পেয়ে যায় যার পক্ষে স্বয়ং শেখ হাসিনা, জিল্লুর রহমান, জলিল, আ গা চৌ সহ অন্যান্য তাবেদারজীবিরা নির্লজ্জ্য সাফাই গায় সেখানে আলীগের পক্ষেই (জোট সরকার আসার পর) সিনেমা হল, মাজার-ওরস, ৮/২১, কিবরিয়া হত্যাকান্ড, সুরঞ্জিত-কামরানের উপর গ্রেনেড হামলার নাটক ও সর্বপরি ৮/১৭ দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামালা চালিয়ে দেশে অস্হিতিশীল-অরাজক পরিস্হিতি তৈরী করে জোট সরকার কে অপবাদ দেওয়া ও বেকায়দায় ফেলা সম্ভব বৈকি। কারণ ভারত গ্যাস পাইপ লাইন, ট্রানজিট, এফটিএ, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যাবহার সহ বহু বিষয়ে মড়িয়া যা কিনা ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার শরজিৎ বাবু প্রকাশ্যে বলে ফেলেছেন যে ভারত আর বেশী দিন এগুলোর জন্য অপেক্ষা করতে পারবে না। ঐ একই সভায় জনাব জলিল ভারত কে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষার্থে এগিয়ে আসার আহবান জানান। আওয়ামিলীগাররা যত্তই ভান করূক দেশপ্রেমিক প্রতিটি জনগণ মোটেই মুখে কুলুপ আটেনি তারা ভালভাবেই জানে যে আওয়ামিলীগাররা ও তাদের মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত চেতনা সম্পূর্ণ গণবিচ্ছিন্ন ও গণধিকৃত আর সে জন্যেই ভারত কে আহবানের মাধ্যমে দেশে ষড়যন্ত্র করা। দেশের মানুষের একটাই আক্ষেপ যে জোট সরকার কেন ভারত কে সরাসরি দ্বায়ী করছে না। যেখানে হাসিনার পানি কে মাটি শুষে নেওয়ার তত্ত্ব, বিরোধী দলে গেলেও হরতাল না করার ওয়াদা এবং মূখ্যমন্ত্রী সম্বোধন করাকে অত্যন্ত আনন্দিত হন সেখানে জনগণ তাকে ৯০% মিথ্যাবাদী বলেই জানে।

জোট সরকার যদি সার্ক বা এর সম্মেলনের কথা চিন্তা করে ভারত কে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাশকতা মূলক ঘটনার জন্য অভিযুক্ত না করে তো তাদের কে চরম মূল্য দিতে হতে পারে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় "র" সহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্হাসমূহ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কে বাংলাদেশের বিরূদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করার জন্য

আন্তর্জাতিক মহলে উথ্যাপন করার সুপারিশ করেছে। আর লক্ষ্যণীয় যে ৮/১৭ এর ঘটনা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান(পত্রিকা সমূহ) একে অপরের ইন্টিলিজেন্সদের কে সরাসরি দ্বায়ী করছে। উক্ত বিষয় সমূহ হতে একটা সত্যই বেড়িয়ে আসে যে বাংলাদেশে এ ধরণের নাশকতা মূলক কাজে হয় ভারত না হয় পাকিস্তান জড়িত এবং মূল হোতা। কিন্তু আওয়ামিলীগাররা ও তাবেদারজীবিরা বাদে সারা দেশের বিবেকবান জনগণ একবাক্যে ভারত কে এর জন্য দ্বায়ী করবে। কারণ জেএমবির প্রধান আব্দুর রহমান যিনি কিনা আলীগ সংসদ সদস্য(জামালপুর) মির্জা আজমের আপন দুলাভাই এবং প্রায়ই ভারতে গমন করেছেন। তো প্রশ্ন হল তিনি যে ভারত হয়ে পাকিস্তান কিভাবে যাওয়া আসা করেন যেখানে ভারত বাংলাদেশীদের কে কোন ডাবল এন্ট্রি ভিসা দেয় না। আর ভারত টপকে পাকিস্তানী কানেকশনে সন্ত্রাসী তৎপরতা “র“ এর নাকের ডগায় ঘটছে তা কিভাবে সম্ভব? নিশ্চয়ই ভারতীয় “র“ এই জেএমবি ও আব্দুর রহমানের প্রকৃত গডফাদার বা ভিত্তি যাকে আলীগ গোপনে গোপনে সহায়তা করে। একটা হাবা ও পাগলও বুঝবে বাংলাদেশ হয়ে ভারতের ভিতর দিয়ে পাকিস্তান যেয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা আর সেটা “র“ বাঁধা দিবে না বা টের পাবেনা তা প্রকৃত পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। কারণ দখলদার সোভিয়েত লাল ফৌজের বিরুদ্ধে যে সকল বাংলাদেশী লড়েছে তাদের কেউ কেউ বিমানে(যাদের সামর্থ্য ছিল) এবং অন্যরা সমুদ্র পথে বাণিজ্যিক জাহাজ যোগে পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তানে মুজাহিদদের পক্ষে যুদ্ধ করে। কেননা ভারত ছিল সোভিয়েতের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। তার মধ্যে দিয়ে এ দেশীয় মুজাহিদদের পাকিস্তান পৌছানো গাঁজাখূড়ী গপ্প ছাড়া আর কিছূই নয়। ভারত বাংলাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তারে চিরকাল মড়িয়া যা দেশের ৬০% জনগণ সচেতেন যা আলীগের অধিকাংশ সমর্থক হাসিনা ও সম-মনা ভারতীয় তাবেদারদের রক্তচক্ষু-ফ্যাসিষ্ট মনোভাবের কাছে অসহায় বা মুখে কুলুপ এটে বসে আছে। জোট সরকার কে অবশ্যই দেশ ও ৬০% জনগণের কথা মনে রাখতে হবে এবং দেশের স্বার্থে যদি প্রয়োজন পড়ে অবশ্যই সার্ক ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন হতে বেড়িয়ে এসে চীনের দ্বারস্হ হতে হবে। কারণ বাংলাদেশের এহেন পরিস্হিতির জন্য দ্বায়ী প্রকৃত কালপ্রিট আলীগ ও ভারতকে বিশ্ববাসীর নিকট তুলে না ধরলে বাংলাদেশ কে তারা অকার্যকর, ব্যার্থ-সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলে অভিযূক্ত করবে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমৃদ্ধি, শান্তি-স্হিতিশীলতা অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যাঘাত ঘটবে। সার্ক ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্বর চেয়ে বড় নয়। কাজেই সময় খেপন করলে কেবলই ক্ষতি হবে কারণ বিচার দেরী হলে সুবিচার পাওয়া যাবে না। অবিলম্বে জাতিসংঘে ভারতের চক্রান্ত তুলে ধরতে হবে। আলীগ কখনই ভারতের বিএসএফ এর জুলুম, ভারতীয় জঙ্গী বিমানের বাংলাদেশের আকাশ সীমা লঙ্ঘন, ফারাক্ক-আন্তঃ নদী সংযোগ, অসম বাণিজ্যিক লেনদেন, ইত্যাদি বাংলাদেশের ক্ষতিকর ভারতীয় কর্মকান্ডের সমালোচানা বা এর প্রতিবাদ জীবনেও করবে না। আলীগ ও হাসিনা যতই ৪০%(আসলে ১০%ও নয়) এর জোরে ৬০% জনগণ কে মিথ্যুক বা আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করাক আসলে হাসিনা ও আওয়ামিলীগারারই প্রকৃত কালপ্রিট। ১৯৭৫ সাল হতে দেশের ৬০% জনগণ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধের পক্ষে রয়েছে। যেখানে মেজরিটি সুডবি গ্রান্টেড এবং ৩০ বছর যাবৎ জনগণের ৬০% কে ধোকা দেওয়া যায়না সেখানে জোট সরকার কে দেশের ৬০% জনগণ কে দেশ প্রেমের চেতনায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর আলীগ তার ভোটারের ৫% ও আন্দোলনের ময়দানে আনতে পারবে না কারণ এ পর্যন্ত জোট সরকারের আমলে তাদের ডাকা হরতাল-অবরোধ ইত্যাদি বিশৃঙ্খল-বেআইনী কর্মকান্ড সুপার ফ্লপ করে। আর সে কারণেই তারা ভারতের সহায়তায় সারা দেশে নাশকতা মূলক চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আওয়ামিলীগারদের প্রতি খোলা চ্যালেঞ্জ যে তারা জোর পূর্বক ও বিশৃঙ্খলা, ভাঙচুর-জ্বালাও পোড়া ছাড়া হরতাল সহ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহের সফল প্রয়োগ ঘটাক যদি তারা মনে করে যে দেশের জনগণ তাদের পক্ষে আছে এবং দেশ সহ সারা বিশ্বের মানুষ কে দেখাক যে তাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসুচী দারূণ সফল। আর বিএনপি সহ জোটের অন্যান্য শরিকদের প্রতি আহবান যে ঘরের শত্রূ বিভীষণ তাই জেনারেল মঞ্জু, ম খ আলমগীর(আমলা হিসেবে জিয়ার ভৃত্য বলে সুনাম ছিল), স্বপন, আলাউদ্দিন ও কাইয়ুমদের মতন বিশ্বাসঘাতকদের ব্যাপারে সজাগ ও কঠোর হতে হবে। ১৯৪৭ সালের ৫৬০০০ বর্গমাইল ভুখন্ড প্রাপ্তি,

১৯৭১ এ স্বাধীনতা স্বার্বভৌমত্ব প্রাপ্তি এবং ১৯৭৫ এর ১১/৭ এর চেতনায় আজকের বহুদলীয় গনতন্ত্রের ভিত্তি(যাতে মুজিবের বাকশাল হতে আওয়ামিলীগের নব জন্ম লাভ) অর্থনীতি, শান্তি-শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি রক্ষা করাটাই বাংলাদেশ ও তার জনগণের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। যারা ১৯৭১ স্বীকার করে কিন্তু ১৯৪৭ এর ভারত বিভাগ মেনে নেয়ই না বরং ভারতের সাথে পুনরায় বাংলাদেশকে বিলীন হয়ে যাওয়ার নির্লজ্জ্য আহবান জানায় তারাই প্রকৃত স্বাধীনতা বিরোধী-মিথ্যুক দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু। আজকে বাংলাদেশের মানুষ তাদের কারণেই শংকিত ও অশান্তিতে আছে। একমাত্র বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রকৃত দেশ প্রেমই কেবল উল্লেখিত সকল অপশক্তি কে প্রতিহত করতে পারে।

সবাইকে ধন্যবাদ,
মোঃ মোস্তফা কামাল,

ঢাকা, ২৮-৮-২০০৫ ইং।